Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

বর্তমান

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শনিবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন -বর্তমান

আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ

কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শহীদ গিয়াস উদ্দিন আহমদের ছোট বোন অধ্যাপক সাজেদা বানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুসহ মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ পরিবার কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, যে ক'টি বড় ঘটনা আমাদের জাতীয়তাবাদ ও জাতিসত্তার পরিচায়ক, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এরমধ্যে অন্যতম। দেশ স্বাধীন না হলে আমরা কোন পদ-পদবী, মর্যাদা কিছুই পেতাম না। কি পরিমাণ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি দেশ পেয়েছি, জাতি হিসেবে তা সকলের জানা প্রয়োজন। শহীদ পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতিনিয়ত অন্তরের রক্তক্ষরণ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য বুঝার জন্য ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরা জানা দরকার। সকল অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সোচ্চার থেকেছে। দেশের প্রতিটি ক্রান্তিকালে এই প্রতিষ্ঠান জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১-এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালেও তরুণরা জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে এবং অসাধ্য সাধন করেছে। ৭১-এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাঈদ-মুগ্ধরা ২০২৪ সালে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরার তাৎপর্য অনুধাবন করে এবিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহীদদের কবরসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধ এবং মিরপুর ও রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এবং বিভিন্ন উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এটিই শহীদদের রক্তের ঋণ পরিশোধের ন্যূনতম উপায় হতে পারে। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শনিবার ছাত্র-শিক্ষক এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি'র শ্রদ্ধাঞ্জলি

শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে : ঢাবি ভিসি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমদ খান শহিদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এটিই শহিদদের রক্তের ঋণ পরিশোধের ন্যূনতম উপায় হতে পারে। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে গতকাল শনিবার ঢাবির ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, চারুকলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সাইফুদ্দীন আহমদ, শহিদ গিয়াস উদ্দিন আহমদের ছোট বোন প্রফেসর সাজেদা বানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুসহ মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহিদ পরিবার কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

ভিসি বলেন, যে কয়টি বড় ঘটনা আমাদের জাতীয়তাবাদ ও জাতিসত্তার পরিচায়ক, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস এরমধ্যে অন্যতম। দেশ স্বাধীন না হলে আমরা কোন পদ-পদবী, মর্যাদা কিছুই পেতাম না। কি পরিমাণ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি দেশ পেয়েছি, জাতি হিসেবে তা সকলের জানা প্রয়োজন। শহিদ পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতিনিয়ত অন্তরের রক্তক্ষরণ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য বুঝার জন্য ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরা জানা দরকার। সকল অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সোচ্চার থেকেছে। দেশের প্রতিটি ক্রান্তিকালে এই প্রতিষ্ঠান জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১-এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালেও তরুণরা জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে এবং অসাধ্য সাধন করেছে। ৭১-এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাঈদ-মুগ্ধরা ২০২৪ সালে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরার তাৎপর্য অনুধাবন করে এবিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহিদদের কবরসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

দিবসটি উপলক্ষে ভিসির বাসভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভিসি প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধ এবং মিরপুর ও রায়ের বাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এবং বিভিন্ন উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

15 December 2024

কালেরকণ্ঠ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি : কালের কণ্ঠ

The Daily Sun

দৈনিক আমাদের বার্তা

শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহিদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এটিই শহিদদের রক্তের ঋণ পরিশোধের ন্যূনতম উপায় হতে পারে।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে গতকাল ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শহিদ গিয়াস উদ্দিন আহমদের ছোট বোন অধ্যাপক সাজেদা বানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুসহ মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহিদ পরিবার কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন। রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য বলেন, যে কটি বড় ঘটনা আমাদের জাতীয়তাবাদ ও জাতিসত্তার পরিচায়ক, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এরমধ্যে অন্যতম। দেশ স্বাধীন না হলে আমরা কোন পদ-পদবি, মর্যাদা কিছুই পেতাম না। কি পরিমাণ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি দেশ পেয়েছি, জাতি হিসেবে তা সকলের জানা প্রয়োজন।

শহীদ পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতিনিয়ত অন্তরের রক্তক্ষরণ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য বুঝার জন্য ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরা জানা দরকার। সকল অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সোচ্চার থেকেছে। দেশের প্রতিটি ক্রান্তিকালে এই প্রতিষ্ঠান জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১-এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দেও তরুণরা জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে এবং অসাধ্য সাধন করেছে। ৭১-এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাঈদ-মুগ্ধরা ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরার তাৎপর্য অনুধাবন করে এবিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহিদদের কবরসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

দিবসটি উপলক্ষে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধ এবং মিরপুর ও রায়ের বাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এবং বিভিন্ন উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

15 December 2024

ইত্তেফাক

বুদ্ধিজীবীদের আত্মদানকে জাতীয় জীবনে ধারণ করতে হবে : ঢাবি উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মদানকে জাতীয় জীবনে ধারণ করে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। গতকাল শনিবার শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় তিনি এ আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, এই দেশ আত্মত্যাগের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে। বহু মানুষের রক্তের ঋণে আজ আমরা এখানে। শহিদ বুদ্ধিজীবীরা তাদের প্রাণের বিনিময়ে এই দেশ আমাদের দিয়ে গেছেন। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রক্তের ঋণ স্বীকার করতে হবে। তাদের রক্তের মূল্য দিতে হবে আমাদের দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে। তাদের আত্মদানকে জাতীয় জীবনে ধারণ করে দেশ গঠনের কাজে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, ১৯৫২ থেকে শুরু করে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও সর্বশেষ ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাতির প্রয়োজনে সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছে ও অসাধ্য সাধন করেছে। এই ধারাবাহিকতা আমাদের সামনের দিনগুলোতেও এগিয়ে নিতে হবে। উপাচার্য বলেন, প্রত্যেকের জায়গা থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমাদের কাজগুলো এগিয়ে নিতে শহিদ পরিবারদেরকে আমাদের পাশে চাই। জাতিসত্তার পরিচয়ে সবাইকে এক থাকার আহ্বানও জানান তিনি।

The Bangladesh Today

DU VC urges all to be imbued with intellectuals' spirit

DHAKA: Dhaka University (DU) Vice Chancellor (VC) Professor Dr Niaz Ahmed Khan yesterday urged all to dedicate their life in nation building activities being imbued with the sacrificial spirit of martyred intellectuals of 1971.

Addressing a discussion organized by DU authority marking the Martyred Intellectuals Day at TSC auditorium the VC said the country became independent at the cost of huge sacrifice of the intellectuals, reports BSS.

"We must acknowledge the blood debt of the martyred intellectuals. We must pay the price of their blood through discharging our responsibility", he said.

Prof. Niaz said the DU played the most significant role in all movements from 1952 to 1969, War of Liberation in 1971, anti-autocrat movement in 80s and 90s, and in the student-people uprising in 2024.

The VC said the students of the DU have always stood beside the nation in their needs. Students of present time must uphold the spirit of their forerunners, he said.

At the beginning one-minute silence was observed in the memory of martyred intellectuals. DU Alumni Association Convener Shamsuzzaman Dudu, Dr Sajeda Banu, sister of martyred intellectual Professor Dr Giasuddin Ahmed, DU treasurer Professor Dr Mohammad Jahangir Alam Chowdhury, among others, took part in the discussion.

Students, teachers, deans of different faculties and chairmen of various departments, member of the proctorial body and officials were present.

The Daily Sun

DU VC urges all to be imbued with intellectuals' spirit

BSS, *Dhaka*

Dhaka University (DU) Vice-Chancellor Prof Dr Niaz Ahmed Khan on Saturday urged all to dedicate their life to nation-building activities imbued with the sacrificial spirit of the martyred intellectuals of 1971.

Addressing a discussion organised by DU authorities, marking the Martyred Intellectuals Day at TSC auditorium, the VC said the country became independent at the cost of huge sacrifice of the intellectuals.

"We must acknowledge the blood debt of the martyred intellectuals. We must pay the price of their blood through discharging our responsibility," he said.

Prof Niaz said the DU played the most significant role in all movements from 1952 to 1969, the War of Liberation in 1971, the anti-autocrat movement in 80s and 90s, and the student-people uprising in 2024.

He said the students of the DU have always stood beside the nation in their needs. "Students of the present time must uphold the spirit of their forerunners," he said.

At the beginning, a one-minute silence was observed in the memory of martyred intellectuals.

DU Alumni Association Convener Shamsuzzaman Dudu, Dr Sajeda Banu, sister of martyred intellectual Professor Dr Giasuddin Ahmed, and DU treasurer Professor Dr Mohammad Jahangir Alam Chowdhury, among others, took part in the discussion.

Students, teachers, deans of different faculties and chairmen of various departments, members of the proctorial body and officials were present.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

নয়াদিগন্ত

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে শহীদদের ঋণ শোধ করতে হবে : ঢাবি ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সব শ্রেণিপেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এটিই শহীদদের রক্তের ঋণ পরিশোধের ন্যূনতম উপায় হতে পারে। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শনিবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, চারুকলা অনুষদের ডিন ■ ৪র্থ প: ১-এর কলামে

৩য় পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শহীদ গিয়াস উদ্দিন আহমদের ছোট বোন অধ্যাপক সাজেদা বানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুসহ মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ পরিবার কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, যে ক'টি বড় ঘটনা আমাদের জাতীয়তাবাদ ও জাতিসত্তার পরিচায়ক, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এর মধ্যে অন্যতম। দেশ স্বাধীন না হলে আমরা কোনো পদ-পদবী, মর্যাদা কিছুই পেতাম না। কী পরিমাণ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি দেশ পেয়েছি, জাতি হিসেবে তা সবার জানা প্রয়োজন। শহীদ পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতিনিয়ত অন্তরের রক্তক্ষরণ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য বুঝার জন্য ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরা জানা দরকার। সব অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সোচ্চার থেকেছে। দেশের প্রতিটি ক্রান্তিকালে এ প্রতিষ্ঠান জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১-এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালেও তরুণরা জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে এবং অসাধ্য সাধন করেছে। ৭১-এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাঈদ-মুগ্ধরা ২০২৪ সালে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরার তাৎপর্য অনুধাবন করে এ বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহীদদের কবর দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

দিবসটি উপলক্ষে ভিসি ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণের কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণের স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধ এবং মিরপুর ও রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এবং বিভিন্ন উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। বিজ্ঞপ্তি।

আমাদের সময়

নিজ দায়িত্বে শহীদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে

■ ঢাবি উপাচার্য

ঢাবি প্রতিবেদক ও জবি প্রতিনিধি ● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে। এটিই শহীদদের রক্তের ঋণ পরিশোধের ন্যূনতম উপায় হতে পারে। গতকাল শনিবার শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনাসভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, যে কটি বড় ঘটনা আমাদের জাতীয়তাবাদ ও জাতিসত্তার পরিচায়ক, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এর মধ্যে অন্যতম। দেশ স্বাধীন না হলে আমরা কোনো পদপদবি, মর্যাদা কিছুই পেতাম না।

এদিকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে গতকাল বিকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রদলের আয়োজনে চিত্রপ্রদর্শনী ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর নতুন একাডেমিক ভবনের নিচতলায় চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। আলোচনাসভায় জবি ছাত্রদলের সভাপতি আসাদুজ্জামান আসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সুজন মোল্লার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীন।

কালবেলা

ঢাবি উপাচার্য

নিজ দায়িত্ব পালন করে শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে

ঢাবি প্রতিনিধি ▸▸

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সব শ্রেণিপেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এটিই শহীদদের রক্তের ঋণ পরিশোধের ন্যূনতম উপায় হতে পারে। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শহীদ গিয়াস উদ্দিন আহমদের ছোট বোন অধ্যাপক সাজেদা বানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুসহ মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ পরিবার কল্যাণ সমিতির নেতারা বক্তব্য দেন। রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

দিবসটি উপলক্ষে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণের কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণের স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধ এবং মিরপুর ও রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

খবরের কাগজ

ঢাবি-বুয়েটে বুদ্ধিজীবী দিবস

শহিদদের কবর চিহ্নিত করতে সহায়তা চাইলেন ঢাবি ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

যথাযথ মর্যাদায় দিনব্যাপী নানা আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। ঢাবি আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহিদদের কবর চিহ্নিত করতে সহযোগিতা কামনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

গতকাল ঢাবির ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, 'যে কয়েকটি বড় ঘটনা আমাদের জাতীয়তাবাদ ও জাতিসত্তার পরিচায়ক, এর মধ্যে অন্যতম শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। দেশ স্বাধীন না হলে আমরা কোন পদ-পদবি, মর্যাদা কিছুই পেতাম না। কী পরিমাণ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি দেশ পেয়েছি, জাতি হিসেবে তা সবার জানা প্রয়োজন। শহিদ পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতিনিয়ত অন্তরের রক্তক্ষরণ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য বোঝার জন্য ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরা জানা দরকার। সব অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সোচ্চার থেকেছে। দেশের প্রতিটি ক্রান্তিকালে এই প্রতিষ্ঠান জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আরও বলেন, 'ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরার তাৎপর্য অনুধাবন করে এ বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহিদদের কবরগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।'

এ সময় অন্যদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শহিদ গিয়াস উদ্দিন আহমদের ছোট বোন অধ্যাপক সাজেদা বানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুসহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

15 December 2024

আলোকিত বাংলাদেশ

দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শহীদদের ঋণ শোধের আহ্বান ঢাবি উপাচার্যের

আলোকিত ডেস্ক

শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। তিনি বলেছেন, এটিই শহীদদের রক্তের ঋণ পরিশোধের ন্যূনতম উপায় হতে পারে। গতকাল শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। পাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, যে ক'টি বড় ঘটনা আমাদের জাতীয়তাবাদ ও জাতিসত্তার পরিচায়ক, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এরমধ্যে অন্যতম। দেশ স্বাধীন না হলে আমরা কোনো পদ-পদবি, মর্যাদা কিছুই পেতাম না। কি পরিমাণ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি দেশ পেয়েছি, জাতি হিসেবে তা সকলের জানা প্রয়োজন। ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য বোঝার জন্য ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরা জানা দরকার উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, শহীদ পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতিনিয়ত অন্তরের রক্তক্ষরণ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। উপাচার্য বলেন, সকল অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সোচ্চার থেকেছে। দেশের প্রতিটি ক্রান্তিকালে এই প্রতিষ্ঠান

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শহীদদের ঋণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১-এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালেও তরুণরা জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে এবং অসাধ্য সাধন করেছে। বশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের কবরসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করে উপাচার্য বলেন, ৭১-এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাঈদ-মুগ্ধরা ২০২৪ সালে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরার তাৎপর্য অনুধাবন করে এ বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। দবসটি উপলক্ষ্যে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধ এবং মিরপুর ও রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এবং বিভিন্ন উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। রজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদের পঞ্চালনায় সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, ট্রাস্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শহীদ গিয়াস উদ্দিন আহমদের ছোট বোন অধ্যাপক সাজেদা বানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুসহ মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ পরিবার কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

15 December 2024

যুগান্তর

নয়াদিগন্ত

Under the leadership of Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, wreaths were laid at the cemetery in the premises of the University Central Mosque, the memorial in the premises of Jagannath Hall, memorials in various residential areas, and the Mirpur and Rayer Bazar Martyred Intellectuals Memorials to mark Martyred Intellectuals Day yesterday

Dhaka Tribune

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি

The New Age

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

15 December 2024

The New Nation

Vice Chancellor of BUET Professor Abu Borhan pays tributes to the martyred intellectuals by placing a wreath at the Martyred Intellectuals Memorial at Mirpur on Saturday. ■ NN photo

সংগ্রাম

খবরের কাগজ

রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের শ্রদ্ধা — খবরের কাগজ

সময়ের আলো

ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের শ্রদ্ধা — পিআইডি ও সময়ের আলো

জনকণ্ঠ

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধা

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জাতির সূর্য সন্তানদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে বিএসএমএমইউ, ইউজিসি, ঢাবি ও বুয়েট। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। এদিন দেশের সূর্য সন্তান শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিন্তক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, ক্রীড়াবিদ, সরকারি কর্মকর্তাসহ দেশের বহু কৃতী সন্তানকে হত্যা করা হয়।

বিএসএমএমইউ-এর উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলমের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ডিনবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানগণ, শিক্ষক, অফিস প্রধানগণ, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বলেন, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অঙ্গীকার হোক ছাত্র জনতার জুলাই আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের প্রেরণা নিয়ে শোষণ ও বঞ্চনাহীন বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

কর্মসূচিতে বিএসএমএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মো. রুহুল আমিন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. রেজাউর রহমান, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন টিটো, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) ডা. মো. শহীদুল হাসান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মো. রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, উপ-পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইউজিসি ॥ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)। শনিবার সকালে ইউজিসি কর্তৃপক্ষ মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ সময় ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীম উদ্দিন খান ও প্রফেসর ড. মো. সাইদুর রহমান, ইউজিসি সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ মাকছুদুর রহমান ভূঁইয়া, ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন বিভাগের পরিচালক মোছা. জেসমিন পারভীন, রিসার্চ সাপোর্ট অ্যান্ড পাবলিকেশন ডিভিশনের অতিরিক্ত পরিচালক মো. শাহীন সিরাজ, প্রশাসন বিভাগের যুগ্ম সচিব মুহম্মদ নাজমুল ইসলাম, ইউজিসি চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত পরিচালক) মো. মোস্তাফিজুর রহমান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মো. সুলতান মাহমুদ, জেনারেল সার্ভিসেস, এস্টেট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারি[ং] বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক শিবানন্দ শী[ল] ইউজিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ইউজি[সি] কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ কমিশনে[র] কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) উপাচা[র্য] অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহীদদে[র] রক্তের ঋণ শোধ করতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা[র] সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সক[ল] শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে[ছে] বলেছেন, এটিই শহীদদের রক্তের ঋ[ণ] পরিশোধের ন্যূনতম উপায় হতে পারে। শহী[দ] বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শনিবার ছাত্র-শিক্ষ[ক] কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভা[য়] সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খা[ন] বলেন, যে ক'টি বড় ঘটনা আমাদে[র] জাতীয়তাবাদ ও জাতিসত্তার পরিচায়ক, শহী[দ] বুদ্ধিজীবী দিবস এরমধ্যে অন্যতম। দেশ স্বাধী[ন] না হলে আমরা কোনো পদ-পদবি, মর্যাদা কিছুই পেতাম না।

কি পরিমাণ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি দেশ পেয়েছি, জাতি হিসেবে তা সকলের জানা প্রয়োজন। শহীদ পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতিনিয়ত অন্তরের রক্তক্ষরণ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য বোঝার জন্য ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরা জানা দরকার। সকল অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সোচ্চার থেকেছে। দেশের প্রতিটি ক্রান্তিকালে এই প্রতিষ্ঠান জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১-এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালেও তরুণরা জাতির পাশে দাঁড়িয়েছে এবং অসাধ্য সাধন করেছে। ৭১-এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাঈদ-মুগ্ধরা ২০২৪ সালে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। ঐতিহাসিক এসব ঘটনা পরম্পরার তাৎপর্য অনুধাবন করে এ বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহীদদের কবরসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বুয়েট ॥ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। শনিবার সকালে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী।

৫৩ বছর আগে দেশের স্বাধীনতার লালিত বিজয়ের মাত্র দুই দিন আগে দখলদার বাহিনী স্থানীয় কুচক্রীদের সহায়তায় উদীয়মান বাংলাদেশকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে একযোগে অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পী, প্রকৌশলী ও লেখকসহ এদেশের দুই শতাধিক কৃতি সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই থেকে ১৪ ডিসেম্বর দিনটি শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

এ সময় অনুষদের ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানগণ, রেজিস্ট্রার, প্রভোস্টবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ, ইনস্টিটিউট ও সেন্টার এর পরিচালকবৃন্দসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

The Bangladesh Today

Nation observing Martyred Intellectuals Day

DHAKA: The nation is observing the Martyred Intellectuals Day today to commemorate the intellectuals killed systematically by Pakistan occupation forces and their local collaborators at the fag-end of the Liberation War in 1971.

On this day in 1971, the country's renowned academicians, doctors, engineers, journalists, artists, teachers and other eminent personalities were dragged out of their homes, blindfolded and taken to unknown places and then brutally tortured and murdered. Their bodies were later dumped at Rayerbazar, Mirpur and some other killing fields in the capital.

Sensing an imminent defeat, the Pakistani forces and their local collaborators like Al-Badr, Al-Shams and Razakar committed the cold-blooded mass murders aiming to annihilate the country's intelligentsia and cripple emerging Bangladesh intellectually, reports UNB.

Among the martyred intellectuals are Prof Munier Chowdhury, Dr Alim Chowdhury, Prof Muniruzzaman, Dr Fazle Rabbi, Sirajuddin Hossain, Shahidullah Kaiser, Prof GC Dev, JC Guha Thakurta, Prof Santosh Bhattacharya, Mofazzal Haider Chowdhury, journalists Khandaker Abu Taleb, Nizamuddin Ahmed, SA Mannan (Ladu Bhai), ANM Golam Mustafa, Syed Nazmul Haq and Selina Parv...

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

15 December 2024

The New Age

Martyred Intellectuals Day observed

Staff Correspondent

THE nation on Saturday observed Martyred Intellectuals Day in Dhaka and elsewhere across the country, paying rich tributes to the intellectuals who were brutally killed by the Pakistani army and their collaborators at the fag end of the War of Independence in December 1971.

In Dhaka city, social, political, educational and cultural organisations placed wreaths at the Mirpur Martyred Intellectuals Memorial and Rayer Bazar killing ground, paying homage to the martyred intellectuals.

President Mohammed Shahabuddin and interim government chief adviser Professor Muhammad Yunus placed wreaths

Continued on page 2 Col. 1

Martyred Intellectuals Day observed

Continued from page 1

separately at Mirpur Martyred Intellectuals Memorial in the morning.

The president and the chief adviser stood at the memorial in solemn silence for a while as a mark of profound respect to the illustrious children of the soil.

Liberation war affairs adviser, members of the martyred families and the valiant freedom fighters, wounded freedom fighters among them, also placed wreaths at the Mirpur memorial and Rayer Bazar killing ground paying profound tribute to the martyred intellectuals.

People from all walks of life, as well, started laying wreaths at the Intellectuals' Memorial from 8:30am.

The Bangladesh Nationalist Party observed the day with an elaborate programmes, including a message from its acting chairman Tarique Rahman given on the eve of the day.

The national flag was kept at half-mast and black flags were hoisted atop all BNP offices across the country, including its central office at Nayapaltan in the capital.

Leaders and activists of the party and its associate and front organisations led by BNP secretary general Mirza Fakhrul Islam Alamgir paid tributes to the memory of martyred intellectuals by placing wreaths at the Mirpur Martyred Intellectuals Memorial in the morning.

At about 4:00pm, Bangladesh Awami League's about a dozen leaders and activists placed a floral wreath with the party's tag on it written with a pen at the Mirpur memorial.

They gathered at the venue one by one and hastily left the spot after placing the wreath at the memorial and capturing photos.

Bangladesh Chhatra League, now banned student wing of Awami League also placed a wreath at Rayer Bazar killing ground after 3:00pm and hastily left.

Other political parties, including Jatiya Party, Communist Party of Bangladesh, Gano Samhati Andolan, Revolutionary Workers Party of Bangladesh, Nagorik Oikko, 12-party alliance, Liberal Democratic Party, AB party, Socialist Party of Bangladesh, Gono Odhikar Parisahd Nurul Haque Nur-led faction, also placed wreaths at the Martyred Intellectuals Memorial.

Educational institutions, including Dhaka University, Jahangirnagar University, Chattogram University, Rajshahi University, Islamic University Kusthia, and National University, also observed the day with various programmes.

Meanwhile, Bangladesh Shilpakala Academy observed the martyred Intellectuals' Day through a day-long installation and performance art titled 'Amake Lukiye Phelo Chokher Taray at the Dhaka University's faculty of fine arts.

The day was also observed in Gazipur, Manikganj, Khulna, Gaibandha and Rangpur, among other districts, with various programmes.

The Pakistani forces and their collaborators towards the end of the War of Independence, systematically killed prominent Bangladeshi intellectuals and professionals on December 14, 1971.

Government establishments hoisted the national flag at half-mast on the day.

Bangladesh Betar, Bangladesh Television and others private televisions aired special programmes to mark the day.

In Rajshahi, political, socio-cultural, voluntary organisations and educational institutions, including Rajshahi University, observed the Martyred Intellectuals Day on the day, paying rich tributes to the martyrs through different programmes.

The authorities of Islamic University in Kushtia also paid tributes to the martyred intellectuals on the day, New Age correspondent in Islamic University reported. University vice-chancellor Professor Nakib Mohammad Nasrullah hoisted the national flag at half-mast, while pro-vice-chancellor Professor M Yaqub Ali hoisted a black flag in front of the university's administrative building in the morning.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

15 December 2024

জনকণ্ঠ

The Financial Express

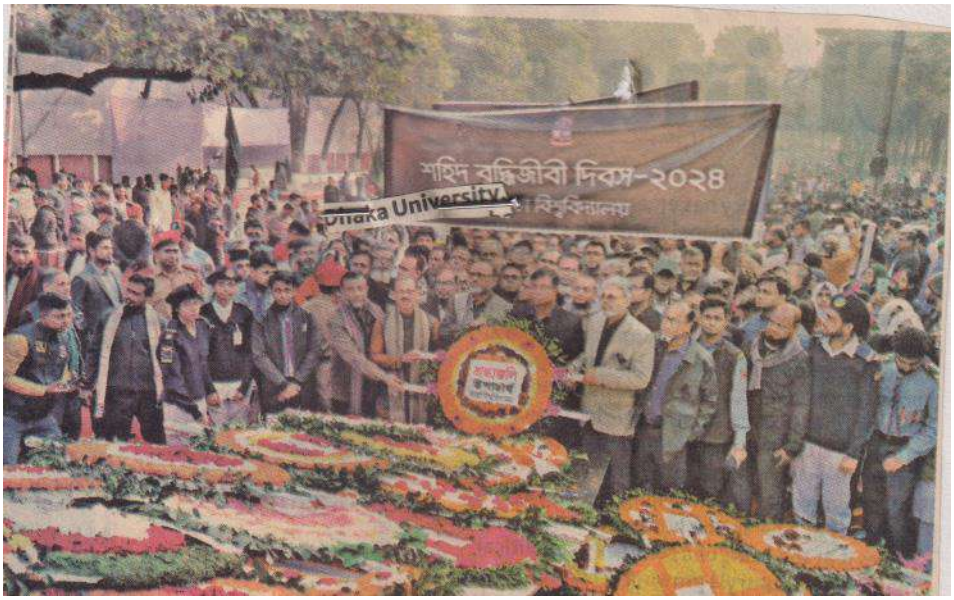

Bangladesh Post

Students of Rokeya Hall of Dhaka University paying tributes to the martyred intellectuals by placing wreath at the Martyred Intellectuals Memorial in Mirpur in the capital on Saturday.